দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JAN. 23 1999 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

কলকাতা বইমেলায় বাংলাদেশ

আগামী ২৭ জানুয়ারি কলকাতা বইমেলা শুরু হচ্ছে। দু'যুগ ধরে এই মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে কিন্তু বাংলাদেশে এ-মেলার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয় একটি ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে। তবে এবার সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে নিয়ে কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, সাংবাদিক ও পুস্তক প্রকাশকদের মধ্যে এক বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। কারণ এই মেলার আয়োজক পাবলিশার্স এ্যান্ড সেলার্স গিল্ড এবারে 'ফোকাল থিম' হিসাবে নির্বাচন করেছে বাংলাদেশকে। যে-কারণে বাংলাদেশেও বেশ আগে থেকেই তোড়জোড় শুরু হয় এ-মেলা নিয়ে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চীফ গেস্ট অব অনার হিসাবে উপস্থিত থাকবেন মেলা উদ্বোধন করবেন এ-বছর নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী পর্তুগীজ সাহিত্যিক হোসে সারামাগো।

বাংলাদেশকে 'থিম কান্ট্রি' নির্বাচিত করার প্রধান কারণ হিসাবে আয়োজকরা বিশ্বের প্রায় ২০ কোটি বাংলাভাষী মানুষের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। গত বছর ব্রিটেন এই মেলার 'থিম কান্ট্রি' ছিল। এ-বছর চীন, পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্রসহ বেশ ক'টি দেশ মেলার থিম কান্ট্রি হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছিল, তবে, আয়োজকরা বাংলাদেশকেই প্রাধান্য দিয়েছে। বাংলাভাষীদের কথা বিবেচনা করে এবং বাংলা ভাষাবিকাশে বাংলাদেশের অবদানের কথাও এক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রস্তুতিও সম্পন্ন। কলকাতার ময়দানে মেলাস্থলের মাঝখানে ৪ হাজার ৯শ' বর্গফুটের 'থিম প্যাভেলিয়ন' গড়া হচ্ছে। এর মধ্যে বাংলা একাডেমীকে সর্বোচ্চ ৪১৬ বর্গফুট জায়গা দিয়ে নজরুল ইনস্টিটিউট, শিশু একাডেমী, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট, পর্যটন করপোরেশন, তথ্য মন্ত্রণালয়, বঙ্গবন্ধু জাদুঘর এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের স্টল তৈরি হচ্ছে। এ-প্যাভেলিয়নের নক্সা করা হয়েছে জাতীয় স্মৃতিসৌধের আদলে এবং এর গেটটি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের আদলে নির্মিত হচ্ছে। এ-প্যাভেলিয়নের পাশেই থাকছে বাংলাদেশ সৃজনশীল প্রকাশক পরিষদের এনক্লেভ। এখানে থাকছে ২৩টি প্রকাশনা-সংস্থার ২৬টি ইউনিট। 'থিম প্যাভেলিয়নে'র সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এর স্থাপত্য-নক্সা করা হয়েছে। মেলা উপলক্ষে যে-লোগোটি তৈরি করা হয়েছে, তাতে লেখা হয়েছে "বই গড়ে তোলে সেতু।" এছাড়া প্রকাশক এনক্লেভের নাম রাখা হয়েছে "বাংলাদেশের বইয়ের ভুবন।"

কলকাতার এবইমেলা বহুবছর ধরে চলছে এবং বহির্বিশ্বেও এ-বইমেলাকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এ-কারণে বাংলাদেশের জন্য থিম কান্ট্রি' হিসাবে অংশগ্রহণের সুযোগ পাওয়াকে বিরল সৌভাগ্যই বলতে হবে। কারণ, এর মাধ্যমে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি তুলে ধরা যাবে শুধু পশ্চিম বাংলায় নয় বা ভারতেও নয়, আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও। কিন্তু এ-সৌভাগ্যকে আমরা কিভাবে কাজে লাগাচ্ছি, সেটাই বড় প্রশ্ন। এ-মেলার মুখ্য বিষয়ই যে বই, এ-সত্যটি যেন আমাদের অংশগ্রহণ-প্রস্তুতির চূড়ান্ত পর্বে কিছুটা ম্লান হয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী এই বইমেলায় প্রধান সম্মানিত অতিথি হিসাবে অংশ নেবেন বলেই কি বই প্রকাশণা ও বিপণনকে ছাড়িয়ে অন্য বিষয়গুলোকে প্রধান করে তুলতে হবে? এমন পরিস্থিতি সম্ভবত সৃষ্টি হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সরকারী প্রতিনিধি হিসাবে বইমেলায় অংশগ্রহণের জন্য যে ৮১ জনের তালিকা প্রকাশ হয়েছে, তার মধ্যে কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ও প্রকাশক আছেন ঠিকই কিন্তু প্রকাশকের সংখ্যা মাত্র চার জন।

বস্তুত কলকাতায় এই বইমেলা আমাদের একুশের বইমেলার মতো নয়। একুশের বইমেলা আসলে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহন করছে, কিন্তু কলকাতার এবইমেলার ঐতিহ্য ভিন্নমাত্রিক। এখানে বইয়ের বিষয়টিই প্রধান এবং বইয়ের মাধ্যমে একটি দেশের ভাষা ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সামনে যে-সুযোগটি এসেছে, তাহলো বাংলাদেশের প্রকাশণা-শিল্পের বহুমাত্রিকতাকে তুলে ধরা। এজন্য আমাদের প্রকাশকদের প্রচেষ্টাও রয়েছে বহুদিনের। তাঁরা অনেকদিন থেকেই চাচ্ছেন কলকাতা তথা ভারতে বাংলাদেশের বইয়ের বাজার গড়ে তুলতে। এবার একটা সুবর্ণ সুযোগ এসেছে। আর, একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, বইয়ের মাধ্যমে সবচেয়ে সুচারুভাবে এদেশের সংস্কৃতিকে তুলে ধরা সম্ভব। সেজন্য সরকারী ব্যবস্থাপণাতে এদেশের প্রতিনিধিত্বশীল কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী এবং প্রকাশনা-শিল্পের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের সমাগম বেশি হওয়া প্রয়োজন ছিল সরকারী প্রতিনিধি হিসাবে।

এমনিতেও নানানভাবে সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য আমরা তুলে ধরতে পারি,— সে-রকম আসা-যাওয়া আমাদের এবং ওদেশের সাংস্কৃতিক কর্মীরা করেও থাকেন। কবি, সাহিত্যিকরাও বিভিন্ন উপলক্ষে যাওয়া-আসা করেন। কিন্তু যাঁরা সুযোগ পাননা তাঁরা হলেন প্রকাশক ও গ্রন্থ-বিপণনকারীরা। অথচ, তাঁদের ওপরই নির্ভরশীল বহির্বিশ্বে বাংলা ভাষার এবং বাংলাদেশের বইয়ের বাজার। এই বইয়ের বাজার সম্প্রসারণের জন্যই বাংলাদেশকে এবার 'থিম কান্ট্রি' করা হয়েছে। অর্থাৎ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী বাংলাভাষী ২০ কোটি মানুষের হাতে বাংলাভাষার বই পৌছে দেয়ার জন্যই বাংলাদেশের প্রকাশক ও বিপণনকারীদের সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু সে-সুযোগ যদি খোদ বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকেই না-দেয়া হয়, তাহলে তা হবে দুঃখজনক। আমরা আশা করব, কলকাতা বইমেলার ঐতিহ্য এবং সময়ের প্রয়োজন উপলব্ধি করে সরকার সঠিক সিদ্ধান্ত নেবে।